5.3.2 লকের প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞা... or Scientific Realism of Locke)

প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদ হল বস্তুবাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপ বা প্রকার।

1. **প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদের অর্থ:** প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদে দাবি করা হয় যে, আমরা বস্তুকে সরাসরিভাবে না জেনে, তাকে পরোক্ষভাবেই জানি। অর্থাৎ, বস্তুর প্রতীক বা প্রতিলিপির সাহায্যে আমরা বস্তুকে জানি।
2. **বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদ বলার কারণ:** প্রখ্যাত অভিজ্ঞতাবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (John Locke) সরল বস্তুবাদের দোষত্রুটি দূর করার জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে এক নতুন ধরনের বস্তুবাদের প্রবর্তন করেন এবং একেই বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদ বা প্রতীকবাদরূপে অভিহিত করা হয়।
3. **সবিচার বস্তুবাদ বলার কারণ:** লকের এই মতবাদ আবার অনেক সময় সবিচার বস্তুবাদ (critical realism)-রূপেও অভিহিত হয় একারণেই যে, তিনি বিনা বিচারে কোনো কিছুকেই মেনে নেননি। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তিসংগতভাবেই তিনি কোনো কিছুকে গ্রহণ করেছেন বা বর্জন করেছেন। ইউরোপীয় দর্শনের সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসে লকের বস্তুবাদ এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সেই আলোড়নের প্রভাব আজও অব্যাহত।
4. **লকের গ্রন্থ:** দার্শনিক জন লক তাঁর *'An Essay Concerning Human Understanding'* নামক গ্রন্থে অত্যন্ত সহজ, স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠভাবে তাঁর বস্তুবাদ সম্পর্কিত মতবাদটিকে উপস্থাপিত করেছেন।

লকের প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদের মূল বিষয়সমূহ

লক তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে নীচে উল্লেখ করা হল।

1. **প্রতিফলন বা ধারণার মাধ্যমে জ্ঞান:** সরল বস্তুবাদের মতো বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদেও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, আমরা বস্তুকে জানি বা না জানি—বস্তুটি কিন্তু বাহ্যজগতে অবশ্যই অস্তিত্বশীল থাকে। বস্তুর অস্তিত্ব তাই কখনোই জ্ঞাতার মনের বা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু সরল বস্তুবাদ অনুযায়ী আমরা যেখানে বাহ্যবস্তুকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি, সেখানে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ এই মতের বিরোধিতা করে বলে যে, আমরা বাহ্য-বস্তুগুলিকে কখনোই সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কারণ, অধ্যাস, অমূল প্রত্যক্ষ এবং অপরাপর ভ্রম প্রত্যক্ষের বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সরল বস্তুবাদ একটি ব্যর্থ মতবাদরূপে পরিগণিত হয়েছে। এ কারণেই দার্শনিক লক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি বলেন যে, বাহ্যবস্তুর রূপকে আমরা সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাই না, পরোক্ষভাবেই আমরা তাকে অনুভব করি। তাঁর মতে, সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে আমরা যা পাই, তা হল বস্তুর প্রতিবিম্ব বা ধারণা (image)। একেই তিনি মনশ্চিত্ররূপে অভিহিত করেছেন। এই মনশ্চিত্রের সঙ্গে বাস্তব বস্তুর মিল থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। মনশ্চিত্রের সঙ্গে বাস্তব বস্তুর মিল না থাকলে, সেসমস্ত ক্ষেত্রে আমরা অযথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাই। অপরদিকে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে মনশ্চিত্রের সঙ্গে বাস্তব বস্তুর মিল পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় নির্ভুল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তাই প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদে বলা হয়েছে, আমরা সরাসরিভাবে বস্তুকে জানতে পারি না, আমরা জানি বস্তু ধর্মের মনশ্চিত্রকে ধারণা বা মনশ্চিত্রের মাধ্যমে বস্তুজ্ঞান লাভ করি বলেই, লকের বস্তুবাদ প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদ নামে অভিহিত।
2. **বস্তুর ধারণাই প্রত্যক্ষের বিষয়:** সরল বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মানুষের মনকে একপ্রকার 'সন্ধানী আলোর' (search light) সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা বাহ্যবস্তুর রূপকে যথাযথভাবে উদ্ভাসিত করে। কিন্তু লক মানুষের মনকে 'ক্যামেরার ফিল্মে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। ক্যামেরার ফিল্মে আমরা যেমন বস্তু বা ব্যক্তিকে না পেয়ে তার প্রতিরূপ বা ধারণাকে পাই, তেমনি আমাদের মনের ওপর বস্তু বা ব্যক্তির পরিবর্তে তার ধারণা বা প্রতিরূপ

Scanned by CamScanner

প্রতিফলিত হয়। সেই ধারনা দেখে, তার অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে আমাদের পরোক্ষভাবে জ্ঞানলাভ হয়। সুতরাং ধারণা বা বস্তুর প্রতিরূপই হল আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়, সরাসরিভাবে বস্তু নয়। লকের প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদকে আমরা নীচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারি—

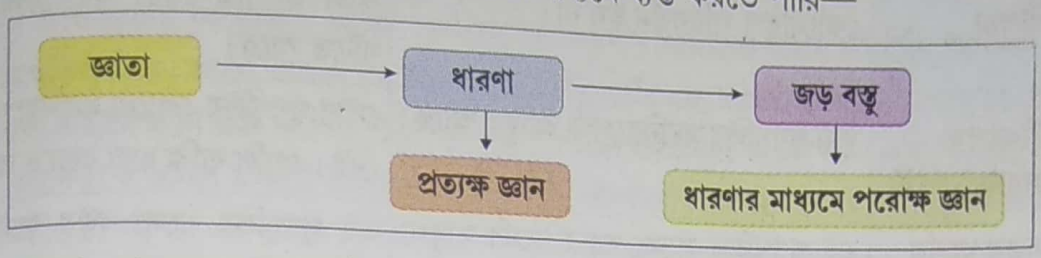

ব্যাখ্যা: যার জ্ঞান হয় তাকেই বলা হয় জ্ঞাতা। জ্ঞাতা সরাসরিভাবে কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে না। জ্ঞাতা সরাসরিভাবে যা প্রত্যক্ষ করে, তা হল—বস্তুর ধারণা। ধারণার পিছনে জড়বস্তুকে কল্পনা করা হয়। এই ধারণার মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে জড়বস্তুর জ্ঞান হয়ে থাকে। অর্থাৎ, দেখা যায় যে, আমাদের মন সরাসরিভাবে বস্তুকে নয়, বস্তুর নয়, বস্তুর ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করে। আর এই ধারণার মাধ্যমেই জড়বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান হয়।

3 **ধারণা গঠনে মুখ্য গুণ:** দার্শনিক লক আরও মনে করেন যে, আমরা ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে যে ধারণাকে প্রত্যক্ষ করি, সেই ধারণা হল বিভিন্ন প্রকার গুণের সমষ্টি। দার্শনিক লকের মতে, বস্তুর গুণসমূহ হল দু-প্রকার— *i* মুখ্য গুণ (primary quality) এবং *ii* গৌণ গুণ (secondary quality)। মুখ্য গুণ সম্পর্কে লক বলেন যে, এগুলি হল বস্তুগত (objective), কারণ এই সমস্ত গুণ ছাড়া বস্তু থাকতেই পারে না। এগুলি তাই বস্তুর নিজস্ব গুণ। কোনো ব্যক্তি গুণকে প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক, তা বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে। এগুলিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বিজ্ঞান এই সমস্ত গুণের বিষয়েই আলোচনা করে। বস্তুর বিস্তৃতি, আকার, গতি, আয়তন প্রভৃতি হল মুখ্য গুণের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি তাই এমন গুণ, যার অভাবে জড়বস্তু তার বস্তুত্বকেই হারিয়ে ফেলে। ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে এই মুখ্য গুণগুলির উপর লক সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

4 **ধারণা গঠনে গৌণ গুণ:** মুখ্য গুণ ছাড়াও লক গৌণ গুণের অস্তিত্বকেও স্বীকার করেছেন। এই সমস্ত গুণগুলিকে লক বস্তুর প্রকৃত গুণরূপে অভিহিত করেননি। এগুলি তাই বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়। এগুলি বস্তুর ওপর ব্যক্তির মনের আরোপ মাত্র। এই সমস্ত গুণ স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বস্তুর গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি হল গৌণ গুণের অন্তর্ভুক্ত। লক এই সমস্ত গুণকে দ্রষ্টার মনোগত গুণরূপে উল্লেখ করেছেন। ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে গৌণ গুণগুলিরও যে একটা ভূমিকা আছে তা লক স্বীকার করেছেন।

5 **ধারণা গঠনে তৃতীয় প্রকার গুণ:** মুখ্য এবং গৌণ গুণ ছাড়াও দার্শনিক লক তাঁর *'An Essay Concerning Human Understanding'* গ্রন্থে, তৃতীয় এক প্রকারের গুণের (tertiary quality) সম্বন্ধে বলেছেন। এই ধরনের গুণ হল এক প্রকারের শক্তি, যা আমাদের মনে কোনো স্বাধীন ধারণার সৃষ্টি না করলেও, অপর কোনো স্বতন্ত্র বাহ্যবস্তুর গতি, প্রকৃতি এবং আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায়। অবশ্য তিনি পরিশেষে ওই তৃতীয় প্রকারের গুণটিকে গৌণ গুণের অন্তর্ভুক্ত করায় গুণের দু-প্রকার রূপের উল্লেখ করাই সংগত।

6 **মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের পার্থক্য:** দার্শনিক লক কতকগুলি যুক্তির ভিত্তিতে মুখ্য এবং গৌণ গুণের মধ্যে পৃথকীকরণ করেছেন। এগুলি হল—

পার্থক্যের বিষয়	মুখ্য গুণ	গৌণ গুণ
1. গুণের ধরন	এই গুণগুলি বস্তুকে আশ্রয় করেই অবস্থিত। এগুলি বস্তুর সাধারণ গুণ। ছোটো-বড়ো আকার নির্বিশেষে এই প্রকার গুণ সমস্ত বস্তুতেই আছে। মুখ্য গুণ না থাকলে কোনো বস্তু ঠিক সেই বস্তু হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না।	এই গুণগুলি একই প্রকারের সমস্ত জড়বস্তুতে সমভাবে থাকে না। যেহেতু সমস্ত বস্তু একই ধর্মযুক্ত নয়, তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি উপস্থিত থাকে, আবার কোথাও কোথাও এগুলি অনুপস্থিত।

Scanned by CamScanner

পার্থক্যের বিষয়	মুখ্য গুণ	গৌণ গুণ
2. পরিবর্তন-শীলতা	এগুলি বস্তুর নিজস্ব গুণ। তাই এগুলির কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।	এগুলি বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়। তাই স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই গুণের পরিবর্তন ঘটতে পারে।
3. নিরপেক্ষ সত্তার বৈশিষ্ট্য	মুখ্য গুণগুলির মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে।	গৌণ গুণগুলির কোনো মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। এগুলি ব্যক্তি দ্বারা বস্তুতে আরোপিত।
4. বস্তুর ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য	এই গুণগুলির সঙ্গে বস্তুর ধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।	এই গুণগুলির সঙ্গে বস্তুর ধর্মের কোনো সাদৃশ্য নেই।
5. সংবেদনের ভূমিকা	মুখ্য গুণগুলিকে জানার জন্য ইন্দ্রিয় সংবেদনের প্রয়োজন নেই।	গৌণ গুণগুলি সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তা মূলত ইন্দ্রিয়লব্ধ।
6. বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক	বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে তার মুখ্য গুণগুলির অবিচ্ছেদ্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক বর্তমান।	বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে তার গৌণ গুণগুলির অবিচ্ছেদ্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।

লকের প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদের সমালোচনা

সরল বস্তুবাদের দোষত্রুটি নিরূপণ করতে গিয়ে লকের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদের আবির্ভাব হলেও, এই মতবাদটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। এই মতবাদটির যেসব সমালোচনা করা হয়ে থাকে সেগুলি হল—

1. **প্রতিরূপের সার্বিক মানদণ্ডের অভাব:** লকের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে দ্রব্যকে সরাসরিভাবে না জেনে, তার ধারণাকে জানতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, সেই ধারণাটি ঠিক কোন্ বস্তুর প্রতিরূপ, তা আমরা কী করে জানতে পারি? এ সম্পর্কে কোনো সঠিক মানদণ্ড দার্শনিক লক আমাদের সামনে হাজির করতে পারেননি। সুতরাং ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধারণাটি যে ঠিক কোন্ বস্তুর ধারণা, তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়।

2. **ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংমিশ্রণ:** লক বলেন যে, আমাদের বস্তুর 'ধারণা' (idea) গঠিত হয় গুণসমূহ (qualities)-এর দ্বারা। গুণগুলিকে মুখ্য এবং গৌণ—এই দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর ফলে লকের প্রতিনিধিত্বমূলক মতবাদটি একদিকে যেমন অংশত ভাববাদে পরিণত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি অংশত বস্তুবাদে পর্যবসিত হয়েছে। মুখ্য গুণগুলিকে লক বস্তুগত গুণরূপে গ্রহণ করার ফলে, তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ বস্তুবাদে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে, গৌণ গুণসমূহকে মনোগতরূপে গ্রহণ করার ফলে, তাঁর মতবাদ ভাববাদে পরিণত হয়েছে। সুতরাং লকের বিজ্ঞানসম্মত প্রতীকবাদ হল প্রকৃতপক্ষে এক জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ (epistemological dualism), যা জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে অবাস্তব বা অলীক মতবাদরূপে পরিগণিত।

3. **মুখ্য ও গৌণ গুণের যথাযথ পার্থক্যের অভাব:** লক মুখ্য এবং গৌণ গুণের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, ভাববাদী দার্শনিকগণ তা অস্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক জর্জ বার্কলে লকের মুখ্য এবং গৌণ গুণসমূহের পার্থক্যকে একেবারেই নস্যাৎ করেছেন। বার্কলের মতে, লক যে যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ গুণগুলিকে মনোগতরূপে অভিহিত করেছেন, সেই একই যুক্তি মুখ্য গুণগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, গৌণ গুণগুলির মতো মুখ্য গুণগুলিও জ্ঞাতার মনের ওপরই নির্ভরশীল। কাজেই মুখ্য এবং গৌণ গুণের মধ্যে প্রকৃত কোনো পার্থক্য নেই। এই উভয় প্রকার গুণসমূহকে একই পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করাই সংগত।

4. **জ্ঞাত গুণের সাহায্যে প্রাপ্ত অজ্ঞাত দ্রব্যের ধারণা অযৌক্তিক:** দার্শনিক লকের প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদ বাহ্য জগতের অস্তিত্বকে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ নয়। মুখ্য এবং গৌণ গুণসমূহের মাধ্যমে আমরা যে 'ধারণা' (idea) গঠন করি, তার কারণস্বরূপ জড়দ্রব্যের অস্তিত্বকে লক স্বীকার করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, অজ্ঞাত জড়দ্রব্যের ধারণা কী করে জ্ঞাত গুণ থেকে পাওয়া যেতে পারে? আসল কথা হল, প্রতিনিধিত্ব বস্তুবাদের ক্ষেত্রে দার্শনিক লক জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে প্রতিরূপ বা ধারণার এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে বস্তুবাদের পরিবর্তে ভাববাদের পথকেই প্রশস্ত করে তুলেছেন। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে এই

Scanned by CamScanner

প্রাচীরকে অনেকে লৌহ প্রাচীরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, প্রাচীরের অপর দিকে ঠিক কী আছে, তা আমরা আদৌ জানি না বা জানতে পারি না। সেই কারণে লকের প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদ প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয়বাদেরই নামান্তর।

5 **সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী:** লকের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদ আমাদের বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ, আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখি যে, আমরা কোনো বাহ্যবস্তুকে প্রথমে ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে জানি এবং তারপর সেই বাহ্যবস্তু সম্পর্কে একপ্রকার ধারণা গঠন করি। অর্থাৎ, সাধারণভাবে আমরা বাহ্যবস্তুকে জানার মাধ্যমে তার ধারণা গঠন করি। কখনোই ধারণার মাধ্যমে বাহ্যবস্তুকে জানি না। কিন্তু লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ এই সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করে বলে যে, আমরা আগে ধারণা লাভ করি এবং সেই ধারণার মাধ্যমেই বাহ্যবস্তুকে জানি। এই কারণে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ একটি সন্তোষজনক মতবাদরূপে কখনোই পরিগণিত হতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে, লকের চিন্তাধারা মোটেও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর অবদান অবশ্যই অমূল্য সম্পদ।

Scanned by CamScanner